সংবাদ

তারিখ ... 15 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

এমপিওভুক্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে

আবার ডিও লেটার ও আবেদনপত্র নিয়ে ছোটাছুটি

রাকিব উদ্দিন

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের (রিভিউ) কার্যক্রম প্রক্রিয়াটি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। একদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দীন আহমেদ পৃথকভাবে এমপিও'র তালিকা যাচাই-বাছাই করছেন। এমপিও বঞ্চিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা আবারও প্রভাবশালীদের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্টদের কাছে তদবির চালাচ্ছেন। তদবিরের চাপে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। ফলে যাচাই-বাছাই কার্যক্রমে শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা উপদেষ্টার সমন্বয়হীনতায় ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাস্তবায়ন এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

অন্যদিকে গত সোমবারের মন্ত্রিপরিষদের সভায় যেসব মন্ত্রী ও উপদেষ্টা শিক্ষামন্ত্রীর সমালোচনায় মত হয়েছিলেন, তারাই এখন নিজ নিজ এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ধরনা দিচ্ছেন। ইতোমধ্যেই তারা প্রায় ৪০০টি ডিও লেটার ও আবেদনপত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টদের কাছে পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে। এরমধ্যে ইতোমধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পুনরায় তদবির করা হচ্ছে। আর, ড. আলাউদ্দীন আহমেদ পৃথকভাবে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের উদ্যোগ নেয়ায় এমপিওভুক্তির তালিকা প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা চরমভাবে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন।

সদ্য ঘোষিত এমপিওভুক্তির তালিকায় অনেক যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও পরিচালনা পরিষদের কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। অনেক জেলার এমপিও বঞ্চিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, সম্প্রতি ঘোষিত ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির সার্বিক প্রশাসনিক কার্যক্রম চলতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করে ৩০ তারিখের মধ্যে শিক্ষা

পড়েছে : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

পড়েছে : অনিশ্চিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু তালিকা রিভিউ কার্যক্রম নিষ্পত্তি না হওয়ায় ২০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম নিষ্পত্তি করা কঠিন হয়ে পড়ছে। ৩০ তারিখের মধ্যে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে এমপিওভুক্তির জন্য বরাদ্দ রাখা ১১২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়কে ফেরত দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দীন আহমেদ এমপিওভুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগ ও পরামর্শ জানতে ৩০০ সংসদ সদস্য এবং ৪৫ জন সংরক্ষিত আসনের মহিলা সংসদ সদস্যের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। সবার অভিযোগ ও পরামর্শ মূল্যায়ন করে রিভিউ রিপোর্ট প্রণয়নে কমপক্ষে তিন সপ্তাহ লাগতে পারে বলেও জানা গেছে। আর ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও নতুন আরও শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির আওতায় আনার ঘোষণা দেয়ায় প্রভাবশালী তদবিরবাজরা চাহিদাপত্র (ডিও লেটার) নিয়ে সরব হয়েছেন।

অন্যদিকে গ্রেডিং পদ্ধতির সূচকের মূল্যায়নে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য হলেও কেবল প্রভাবশালীদের তদবির না থাকায় সেসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও এ বিষয়ে একাধিকবার বলেছেন এমপিওভুক্তির জন্য যে ৭ হাজার আবেদন পড়েছে সেগুলোর সবকটিই এমপিওভুক্তির যোগ্যতা রাখে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার আয়ুবপুর ইউনিয়নের বংশিরদিয়া গ্রামের 'তলেন্তা-হাফিজ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট'র পক্ষে প্রভাবশালী কোন ব্যক্তির তদবির বা ডিও লেটার না থাকায় প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হয়নি বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এটি জেলার মধ্যে অন্যতম মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একাডেমিক স্বীকৃতির তারিখ, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং উত্তীর্ণের শতকরা হার বিবেচনায় প্রতিষ্ঠানটি জেলার মধ্যে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য ছিল।

'তলেন্তা-হাফিজ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট'র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি শেখ ফরিদ আহমেদ সংবাদ'কে জানান, ২০০৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় বিদ্যালয়টির ফলাফল ছিল শতকরা ১০০ ভাগ পাস (পরীক্ষার্থী ৪৮ জন), ২০০৭ সালে ফলাফল শতকরা ৭৭ ভাগ (পরীক্ষার্থী ৩৯ জন), ২০০৮ সালে ফলাফল শতকরা ১০০ ভাগ (পরীক্ষার্থী ৪৫ জন) এবং ২০০৯ সালেও ফলাফল শতকরা সাফল্য ১০০ ভাগ (পরীক্ষার্থী ৩২ জন) অব্যাহত থাকে। সার্বিক শিক্ষার মান, সুবিধাবঞ্চিত এলাকা হিসেবে বিবেচনা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সুবিধার বিষয় বিবেচনা করে তিনি অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্ত করার দাবি